বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়
৮৩-৮৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ
ফোন ঃ ০২২২৩৩৫৪০২৫; ই-মেইলঃ dgmbcbd@krishibank.org.bd

পরিকল্পনা ও পরিচালন মহাবিভাগ (শানিব্যউবি) পরিপত্র নং- ০৪/২০২৪ তারিখঃ ৩১ মার্চ ২০২৪

বিষয়ঃ "কৃষি ব্যাংক ডাবল প্রফিট স্কীম" প্রবর্তন প্রসঙ্গে।

দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যাংকের আমানত স্থিতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং দীর্ঘ মেয়াদি আমানত ভিত্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমানতের আকর্ষণীয় প্রডাক্ট বাজারের চাহিদা মোতাবেক প্রচলন করা আবশ্যক। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক ব্যাংকিং সেক্টরে গ্রাহকের চাহিদা বিবেচনা করে নতুনভাবে আমানত স্কীম চালু করার প্রয়োজনীয়তা থেকে "কৃষি ব্যাংক ডাবল প্রফিট স্কীম" নামে একটি নতুন প্রডাক্ট চালু করার প্রস্তাব ১২-০৩-২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ৮৫২তম সভায় উপস্থাপন করা হলে পর্ষদ কর্তৃক নিম্নোক্ত শর্তে সদয় অনুমোদন প্রদান করা হয়।

২.০। **হিসাবের নাম ঃ** "কৃষি ব্যাংক ডাবল প্রফিট স্কীম"।

২.১। **হিসাব খোলার যোগ্যতা ঃ** ১৮ বছরের উর্ধ্বে সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন যে কোনো বাংলাদেশী নাগরিক মাসের যে কোন কর্মদিবসে নিজ নামে বা যৌথ নামে এক বা একাধিক হিসাব খুলতে পারবে।

২.২। **হিসাবের মেয়াদকাল, সুদের হার, এককালীন জমার পরিমাণ ও প্রাপ্য টাকার পরিমাণ ঃ**
এককালীন জমার পরিমাণ ১০,০০০(দশ হাজার) টাকা বা তার গুণিতক ।

এককালীন জমার পরিমাণ (আসল)	মেয়াদকাল	সুদের হার	মেয়াদান্তে প্রাপ্য মোট সুদ (কর্তন ব্যতীত)	মেয়াদান্তে মোট প্রাপ্য
১০,০০০/- টাকা বা তার গুণিতক	৮ বছর	৯.৩৫%	জমাকৃত টাকার সমপরিমাণ।*	আসল+প্রাপ্য সুদ *

* বিধি মোতাবেক উৎসে কর, আবগারী শুল্ক ও অন্যান্য কর্তন (যদি থাকে) হিসাব করে মেয়াদান্তে প্রদেয় টাকার পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রদেয় টাকার পরিমাণ কম হবে। ১০,০০০/- হাজার টাকা জমা হিসাব ধরে হিসাবায়ন করা হয়েছে। এককালীন জমার পরিমাণ গুণিতক হারে বাড়লে মেয়াদান্তে প্রদেয় টাকার পরিমাণ গুণিতক হারে বৃদ্ধি পাবে। তবে জমাকৃত টাকার পরিমাণ গুণিতক হারে বাড়লে উৎসে কর ও আবগারী শুল্ক কর্তন বৃদ্ধি পাবে।

২.৩। **উদ্দেশ্যঃ** দেশের আপামর জনগোষ্ঠীকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করার মাধ্যমে ভবিষ্যত আর্থিক নিশ্চয়তা ও কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে ব্যাংকের আমানত বৃদ্ধি।

২.৪। **হিসাব খোলা ও পরিচালন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ঃ**

২.৪.১। আমানতকারী নিজ নামে এ স্কীমের আওতায় এক বা একাধিক হিসাব ব্যাংকের নির্ধারিত আবেদন ফরমের মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের যে কোন শাখায় যে কোনো কর্মদিবসে খুলতে পারবে।

২.৪.২। হিসাব খোলার সময় আমানতকারীর পূর্নাঙ্গ পরিচিতি (KYC), জাতীয় পরিচয়পত্র/স্মার্ট কার্ড/জন্মনিবন্ধন সনদ/পাসপোর্ট এর সত্যায়িত ফটোকপি এবং পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ০২(দুই) কপি ছবি প্রদান করতে হবে।

২.৪.৩। গ্রাহকের যদি টিআইএন (TIN) সার্টিফিকেট থাকে তবে হিসাব খোলার সময় **আয়কর রিটার্ন প্রত্যয়ন/প্রমানকসহ টিআইএন (TIN) সার্টিফিকেট** জমা নিতে হবে এবং যথাযথভাবে হিসাব খোলার ফর্মে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং সংরক্ষণ করতে হবে।

২.৪.৪। সরকার নির্ধারিত হারে উৎসে কর, আবগারী শুল্ক ও অন্যান্য চার্জ (যদি থাকে) আমানত হিসাব হতে কর্তনযোগ্য হবে।

২.৪.৫। হিসাব খোলার ফরমে টাকার পরিমাণ ও মেয়াদকাল (অংকে ও কথায়) স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। কোনরূপ কাটাকাটি, ঘষামাজা, উপরিলিখন ও পরিমার্জন কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য হবে না।

২.৪.৬। এ হিসাবের বিপরীতে কোন চেক প্রদান করা যাবেনা। অর্থাৎ হিসাবটি চেকবিহীন হবে।

২.৪.৭। এ স্কীম হিসাব খোলার সময়ে গ্রাহকের নামে মেয়াদি আমানত রশিদ ইস্যু করতে হবে এবং রশিদের উপর **"কৃষি ব্যাংক ডাবল প্রফিট স্কীম"** সীল ব্যবহার করতে হবে।

২.৪.৮। হিসাব মেয়াদপূর্ণ হওয়ার পর টাকা উত্তোলনে ৩ মাসের বেশি বিলম্ব হলে অতিরিক্ত সময়ের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-১১, তারিখ ০৬ আগষ্ট ২০১৭ এ উল্লিখিত 'বিসিডি সার্কুলার নং-১৮/১৯৮৪ এর অনুচ্ছেদ ২(বি)(iii) মোতাবেক সুদাসলে প্রাপ্য টাকার উপর সঞ্চয়ী হিসাবের (Saving Account) নিয়ম অনুসারে সুদ প্রাপ্য হবে।

২.৪.৯। প্রতিটি হিসাবে বাৎসরিক ভিত্তিতে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ প্রদেয় হবে। মাসিক ভিত্তিতে সুদ প্রভিশন রাখতে হবে।

২.৪.১০। মেয়াদপূর্তিতে আমানতকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে এ হিসাবের টাকা সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের চলতি/সঞ্চয়ী হিসাবে স্থানান্তর অথবা নগদ প্রদান ভাউচারের মাধ্যমে প্রদেয় হবে।

চলমান-০২

২.৫ । নমিনী মনোনয়ন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ঃ

২.৫.১। আমানতকারীকে ব্যাংকের প্রচলিত হিসাবের নিয়মে অবশ্যই নমিনী নিযুক্ত করতে হবে। আমানতকারী কর্তৃক সত্যায়িত নমিনীর জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্মসনদের কপি এবং ০১ (এক) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি হিসাব খোলার ফর্মের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। নাবালক/নাবালিকাকেও নমিনী করা যাবে। এক্ষেত্রে নাবালক/নাবালিকার জন্মনিবন্ধন এর কপি ও পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি দিতে হবে।

২.৫.২। আমানতকারীর জীবদ্দশায় এবং হিসাবের স্থিতি গ্রহণের পূর্বে নমিনীর মৃত্যু হলে ঐ মনোনয়ন বাতিল বলে গণ্য হবে। সেক্ষেত্রে হিসাবধারী নতুন নমিনী মনোনয়ন করবেন। এছাড়া, আমানতকারী যে কোনো সময় লিখিতভাবে তার বিদ্যমান নমিনী মনোনয়ন বাতিল করে নতুন করে নমিনী মনোনয়ন করতে পারবেন।

২.৫.৩। কেবলমাত্র আমানতকারীর মৃত্যুর পর নমিনী হিসাবের অর্থ প্রাপ্য হবেন। এক্ষেত্রে সাকসেশন সার্টিফিকেট গ্রহণের প্রয়োজন হবে না এবং বিষয়টি শাখা পর্যায়েই নিষ্পত্তিযোগ্য হবে। এ বিষয়ে, ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (সংশোধন আগস্ট ২০১১) এর ১০৩ ধারা মোতাবেক এবং বাংলাদেশ ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক জারিকৃত ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০২ তারিখ ১২ জুন, ২০১৭ মোতাবেক 'একক বা যৌথ আমানতকারীর মৃত্যুর পর তাদের মনোনীত নমিনী/নমিনীগণকে (নাবালকসহ) আমানতী অর্থ পরিশোধের নির্দেশনা' অনুযায়ী আমানতের টাকা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নমিনীকে হিসাবের অর্থ পরিশোধের সময় নিম্নোক্ত কাগজপত্রাদি গ্রহণ করতে হবে।

- আমানতকারীর মৃত্যু সংক্রান্ত সনদপত্র (ডাক্তারী সনদ ও মৃত্যু নিবন্ধন সনদ)।
- নমিনীর পরিচয়পত্র যাচাইয়ের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র/স্থানীয় চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কমিশনার/একজন গেজেটেড অফিসার বা ব্যাংকের ৯ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডের একজন কর্মকর্তার প্রত্যয়নপত্র।
- নমিনীর আইনানুগ অভিভাবকের আবেদনপত্র ও পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি (নাবালক/নাবালিকার ক্ষেত্রে)।
- নাবালক/নাবালিকার ক্ষেত্রে নমিনীর আইনানুগ অভিভাবক কর্তৃক শাখার একজন আমানত হিসাবধারীর সাথে যৌথভাবে সম্পাদিত ইনডেমনিটি বন্ড (ক্ষতিপূরণ মুচলেকা)।

২.৬। মেয়াদপূর্তির পূর্বে হিসাব বন্ধ করা হলে হিসাবায়ন ও টাকা উত্তোলন পদ্ধতি ঃ

আমানতকারী লিখিত আবেদনের মাধ্যমে মেয়াদপূতির পূর্বে আমানত হিসাবটি বন্ধ করতে পারবেন। মেয়াদপূর্তির পূর্বে আমানত হিসাবটি বন্ধ করা হলে নিম্নোক্ত নিয়ম অনুসরণ করে প্রাপ্য টাকা আমানতকারীর চলতি/সঞ্চয়ী/হিসাবে স্থানান্তর অথবা ক্যাশ ক্রেডিট ভাউচারের মাধ্যমে প্রদেয় হবে।

২.৬.১। হিসাব খোলার ১ বছরের মধ্যে হিসাব বন্ধ করা হলে কোন সুদ প্রদান করা হবে না।

২.৬.২। হিসাবের মেয়াদ ১ বছরের অধিক কিন্তু ৩ বছরের কম হলে হিসাব খোলাকালীন সময়ে প্রচলিত সঞ্চয়ী হিসাবে প্রযোজ্য ৪.৫০% হারে সরল সুদ প্রদেয় হবে।

২.৬.৩। ৩ বছরের অধিক কিন্তু ৫ বছরের কম হলে ৬.০০% সরল হারে মুনাফা প্রদেয় হবে।

২.৬.৪। ৫ বছরের অধিক কিন্তু ৮ বছরের কম হলে ৭.৫০% সরল হারে মুনাফা প্রদেয় হবে।

২.৬.৭। প্রযোজ্য হারে আবগারী, উৎসে কর ও অন্যান্য সরকারী চার্জ কর্তনযোগ্য হবে।

২.৭। সংশ্লিষ্ট হিসাবের বিপরীতে ঋণ সুবিধা প্রদান ঃ

আমানতকারীর স্বশরীরে উপস্থিতি সাপেক্ষে আপদকালীন সময়ের জন্য/সাময়িক প্রয়োজনে লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে তার হিসাবের স্থিতি লিয়েন রেখে নিম্নবর্ণিত শর্তে ঋণ প্রদান করা যাবে ঃ

ঋণ সীমা	ঃ	হিসাবে জমাকৃত আসলের সর্বোচ্চ ৮০%।
ঋণের সময়কাল	ঃ	সর্বোচ্চ ০১(এক) বছর।
ঋণের প্রকৃতি	ঃ	সাধারণ / লিমিট আকারে চলমান বা সিসি (এ ক্ষেত্রে সিসির নিয়মাবলী প্রযোজ্য হবে)।
ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা	ঃ	হিসাব খোলার পরবর্তী কার্যদিবস হতে হিসাবের বিপরীতে ঋণ সুবিধা প্রদান করা যাবে।
ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষমতা	ঃ	শাখা ব্যবস্থাপক(লিমিট আকারে চলমান/সিসির ক্ষেত্রে স্ব স্ব মঞ্জুরী ক্ষমতায় ঋণ বিতরণযোগ্য হবে)।
সুদের হার	ঃ	এ স্কীমের হিসাবের সুদের চেয়ে ২% বেশী (ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে চক্রবৃদ্ধি হারে)।
পরিশোধ পদ্ধতি	ঃ	কিস্তিতে অথবা এককালীন পরিশোধযোগ্য। ঋণটি কোন অবস্থাতেই শ্রেণীকৃত হতে পারবেনা। এ ধরনের সম্ভাবনা দেখা দিলে "কৃষি ব্যাংক ডাবল প্রফিট স্কীম" বন্ধ করে ঋণ হিসাব সমন্বয়পূর্বক অবশিষ্ট অর্থ গ্রাহককে প্রদান করতে হবে।
দলিল পত্রাদি	ঃ	ক) ডিমান্ড প্রমিসরি নোট। খ) লেটার অব লিয়েন। গ) লেটার অব এরেঞ্জমেন্ট। ঘ) লেটার অব ডিসবার্সমেন্ট। ঙ) সংশ্লিষ্ট আমানত হিসাবটি বন্ধ করে ঋণ হিসাব সমন্বয় (Set Off) করার সম্মতিপত্র।

২.৮। বিশেষ নির্দেশাবলীঃ

২.৮.১। হিসাবধারীর মৃত্যুর পর নমিনী/উত্তরাধিকারী কর্তৃক মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত হিসাব পরিচালনা করতে পারবে। এতদভিন্ন যদি নমিনী/উত্তরাধিকারী মেয়াদপূর্তির পূর্বে হিসাব নগদায়ন করতে চায়, সেক্ষেত্রে ২.৬ অনুচ্ছেদের নিয়ম মোতাবেক হিসাবায়ন করে হিসাবের অর্থ যথাযথ নিয়মে নমিনী/উত্তোরাধীকারকে পরিশোধ করতে হবে।

২.৮.২। এ স্কীমের বিপরীতে গৃহীত ঋণ সম্পূর্ণভাবে পরিশোধের পূর্বে আমানতকারীর মৃত্যু হলে আমানতের স্থিতি হতে ঋণের বকেয়া সমন্বয়ের পর অবশিষ্ট স্থিতি (যদি থাকে) নিযুক্ত নমিনীকে বা উত্তরাধিকারীগণকে প্রদেয় হবে। কোন অবস্থাতেই ঋণের টাকা অসমন্বিত রাখা যাবে না।

২.৮.৩। স্কীমটি ব্যাংকের নিজস্ব উদ্যোগে প্রণীত বিধায় যে কোন সময় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এ প্রকল্পের যে কোন শর্ত সংশোধন বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

২.৮.৪। এ স্কীমের আওতায় খোলা হিসাব ব্যাংকের এক শাখা হতে অন্য শাখায় স্থানান্তর করা যাবে না।

চলমান-০৩

২.৮.৫। হিসাবের মেয়াদপূর্তির পর গ্রাহককে তার প্রাপ্য টাকা এককালীন প্রদেয় হবে। তবে, আবগারী শুল্ক ও সরকারী উৎসে কর কর্তনপূর্বক প্রাপ্য টাকা নির্ধারণ করতে হবে।

২.৮.৬। হিসাবের মেয়াদপূর্তির পর নবায়ন করা যাবে না। প্রয়োজনে এই স্কীমের আওতায় পুনরায় হিসাব খোলা যাবে।

৩.০। **হিসাব খাতঃ** "কৃষি ব্যাংক ডাবল প্রফিট স্কীম" জন্য জেনারেল লেজারে ২৩/১১ "কৃষি ব্যাংক ডাবল প্রফিট স্কীম" মূলখাত, ১৩৩/৩৭BH "কৃষি ব্যাংক ডাবল প্রফিট স্কীম" উপর প্রদত্ত সুদ উপখাত (ব্যয় খাত) এবং ৪১/২০৫ "কৃষি ব্যাংক ডাবল প্রফিট স্কীম" এর উপর সুদ প্রভিশন উপখাত নামে ০৩টি খাত নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া, "কৃষি ব্যাংক ডাবল প্রফিট স্কীম" হিসাবের বিপরীতে প্রদত্ত ঋণ উপখাত ১০৫/২২, ঋণের সুদ আয় উপখাত ৪৬/১৫৯ এবং ঋণের সুদ প্রভিশন উপখাত ১৩১/২১৪ নামে ০৩টি ঋণ হিসাব খাত নির্ধারণ করা হয়েছে।

৪.০। এ স্কীমটি প্রবর্তনের ফলে শাখাসমূহের আমানত বৃদ্ধি পাবে। স্কীমটি জনপ্রিয় ও আমানতকারীগণের নিকট আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে; এ উদ্দেশ্যে শাখাসমূহ কর্তৃক দর্শনীয় স্থানে ব্যানার, পোস্টার ও লিফলেটের মাধ্যমে জনসাধারণকে অবহিত ও উদ্বুদ্ধকরণের জন্য মাঠ পর্যায়ে শাখা ও অন্যান্য কার্যালয়সমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও ব্যাপক প্রচার কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত থাকার পরামর্শ প্রদান করা হলো।

৫.০। এমতাবস্থায়, উপরোক্ত শর্ত মোতাবেক "কৃষি ব্যাংক ডাবল প্রফিট স্কীম" হিসাব খোলার নির্দেশনা জারি করা হলো। একই সাথে ইতিপূর্বে জারিকৃত পরিকল্পনা ও পরিচালন মহাবিভাগ (শানিব্যউবি) পরিপত্র নং ০৭/২০১৯ তারিখ ৩১-০৩-২০১৯ এবং এ সংক্রান্ত সময়ে সময়ে জারিকৃত সংশোধনী ও স্পষ্টিকরণ সার্কুলারসমূহ রহিত করা হলো।

৬.০। নির্দেশনাটি **০১-০৪-২০২৪ খ্রিঃ** হতে কার্যকর হবে।

৭.০। উল্লেখ্য, এ বিষয়ে কোন ধরনের অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হলে বা স্পষ্টিকরণের প্রয়োজন হলে বিকেবি, শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা তে যোগাযোগ করতে হবে।

অনুমোদনক্রমে-

আপনার বিশ্বস্ত

৩১/০৩/২০২৪

(মোহাঃ খালেদুজ্জামান)
মহাব্যবস্থাপক
পরিকল্পনা ও পরিচালন মহাবিভাগ

নং-প্রকা/শানিব্যউবি-১(৫৯)অংশ-২/২০২৩-২০২৪/১১৩৩ তারিখঃ ৩১ মার্চ ২০২৪

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ-

০১। স্টাফ অফিসার, চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। চিফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়গণের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রকা, ঢাকা।
০৪। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৫। সকল উপমহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। উপরোক্ত পত্রটি ব্যাংকের ওয়েব-সাইটে আপলোড করার জন্য আইসিটি সিস্টেমস, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগকে অনুরোধ করা হলো।
০৬। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৭। উপমহাব্যবস্থাপক, সকল কর্পোরেট শাখা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৮। মুখ্য আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, সকল মুখ্য আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৮। আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
১০। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
১১। নথি/মহানথি।

৩১.০৩.২৪

(কে. এম. হাবিব-উন-নবী)
উপমহাব্যবস্থাপক